বাংলা অর্চন কোর্স

27 এপ্রিল 2024 - 5 জুলাই 2024

প্রতি বছরের মতো এই 2024 বাংলা অর্চনা কোর্সটি মায়াপুর একাডেমিতে 27 এপ্রিল 2024 থেকে 5 জুলাই 2024 পর্যন্ত চলবে। এই কোর্সটি বিশেষভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য চালু করা হয়েছে। এই কোর্সের বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলঃ

বাংলা ভাষায় পূজা কোর্স

মায়াপুর একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বাঙালি উপাসনা কোর্সটি একটি নিবিড় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে বাঙালি ভক্তদেরকে একজন ভালো উপাসকের বিভিন্ন গুণাবলী ও দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

1. উৎসব ও অভিষেক
2. মন্দিরের বিগ্রহ অর্চন
3. শৃঙ্গার
4. যজ্ঞ (শুধুমাত্র দ্বিতীয় দীক্ষিত পুরুষদের)

ইসকনে বিগ্রহ অর্চন ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য এই পাঠ্যক্রমটি ইসকন বিগ্রহ অর্চন মন্ত্রণালয় দ্বারা তৈরী করে চালু করা হয়েছে। এই কার্যক্রমটি ইসকন মায়াপুর মন্দিরের পূজারী বিভাগ ও ইসকন বিগ্রহ অর্চন মন্ত্রণালয় দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত।

সাফল্যতার সাথে কোর্স শেষ করার পর প্রত্যেক ছাত্রকে মায়াপুর একাডেমী থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

তারিখ (পুরুষদের জন্য): 27 এপ্রিল থেকে 5 জুলাই 2024

কোর্স ফি (পুরুষদের জন্য): 20000 টাকা

তারিখ (পুরুষদের জন্য): 27 এপ্রিল থেকে 22 জুন 2024

কোর্স ফি (মহিলাদের জন্য): 15000 টাকা

স্থানঃ মায়াপুর একাডেমী, চৈতন্য ভবন, ইসকন মায়াপুর

যোগ্যতা: এই কোর্সটি সকল দীক্ষিত বাঙালি ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত। যদিও ভর্তির জন্য পঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ-দীক্ষিত ভক্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, হরিনাম দীক্ষিত ভক্ত এবং গুরুকুল ভক্তরাও আবেদন করতে পারেন।

সকালের প্রোগ্রামে উপস্থিতি মূল্যায়নের একটি অংশ। শংসাপত্র পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের সকালের অনুষ্ঠানের কমপক্ষে 75% উপস্থিতি থাকতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ – আবেদন করলেই এই কোর্সে ভক্তদেরকে আপনা থেকেই গ্রহণ করা হবে না। প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে বিবেচনা করে সম্ভাব্য ছাত্রদেরকে ভর্তির সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এই কোর্স চলাকালীন সময়ে ভক্তদেরকে মঙ্গল আরতি থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ সকালের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে হবে, চারটি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে এবং কমপক্ষে ১৬মালা জপ প্রতিদিন সম্পন্ন করতে হবে। এই নিয়মগুলো বাধ্যতামূলক পূর্বশর্ত।

ভর্তি প্রক্রিয়াঃ প্রত্যেক ভক্তকে একটি বিশদ আবেদন পত্র জমা করতে হবে। সাথে মন্দির অধ্যক্ষ বা সেই গোষ্ঠী প্রধানের সুপারিশ পত্রও জমা দিতে হবে। প্রত্যেক আবেদন পত্র আলাদা ভাবে যাচাই করা হবে। কোর্সের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থান থাকায় এবং পঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ-দীক্ষিত ভক্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে প্রত্যেক ভক্তকে তাদের আবেদন পত্রের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত করানো হবে। যদি কোন বিষয়ে আরো তথ্য বা পরিষ্কার ধারণা প্রয়োজন হয়, তখন আবেদনকারী ভক্ত বা সুপারিশ-প্রদানকারী ভক্তকে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হতে পারে। আবেদন গ্রহণ করা হলে ভক্তদেরকে কোর্স ফি বাবদ প্রণামী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা দিয়ে নিজ নিজ স্থান নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষকবৃন্দঃ https://mayapuracademy.org/about-us/

পোষাকঃ ছাত্রদেরকে অবশ্যই বৈদিক পোষাক পরিধান করতে হবে। প্রভুজীদের জন্য ধুতি সহ উত্তরীয় এবং/অথবা কুর্তা/টি-শার্ট, এবং মাতাজীদের জন্য শাড়ী বাঞ্ছনীয়। গোপী-স্কার্ট বা প্যান্ট কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

জ্ঞাতব্য

মায়াপুর একাডেমী কি?

ইসকন মায়াপুর পূজারী বিভাগ ও ইসকন বিগ্রহ অর্চন মন্ত্রণালয়ের শিক্ষামূলক যৌথ উদ্যোগে তৈরী মায়াপুর একাডেমী সারা বছরব্যাপী বিগ্রহ অর্চনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ইসকনে বিগ্রহ অর্চন ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্য ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও উপেদেশের উপর ভিত্তি করে সকল পাঠ্যক্রম ইসকন বিগ্রহ অর্চন মন্ত্রণালয় দ্বারা তৈরী করা হয়েছে ।

মায়াপুর একাডেমী ইসকন মায়াপুরে চৈতন্য ভবনে অবস্থিত ।

মায়াপুর একাডেমীতে বিভিন্ন ক্লাসরুম রয়েছে, যেমন বিগ্রহ শৃঙ্গারের বিভিন্ন দিক শেখানোর জন্য বিগ্রহ সহ আলাদা রুম, ৮টি ৬-গ্যস চুল্লী সম্বলিত এক রন্ধনশালা ক্লাসরুম, একটি তত্ত্ব-প্রবচন ক্লাসরুম এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের গ্রন্থে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থাগার।

মায়াপুর একাডেমীর পরিকাঠামো প্রত্যেক ছাত্রকে এক পরিষ্কার এবং সুগঠিত শিক্ষামূলক পরিবেশের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি সাধনের পূর্ন সুযোগ প্রদান করে ।

আপনারা কি এই কোর্সের জন্য অদীক্ষিত বা হরিনাম-দীক্ষিত ভক্তদেরকে গ্রহণ করেন?

যদিও পঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ-দীক্ষিত ভক্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, বেশ কিছু কোর্সে হরিনাম-দীক্ষিত ভক্ত এমনকি অদীক্ষিত ভক্তদের জন্যেও উন্মুক্ত রয়েছে।

প্রভুজীদের যজ্ঞ-সংস্কারের মত কিছু কোর্সে অদীক্ষিত ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত নয়।

উল্লেখ্য যে, দীক্ষিত বা এমনকি ব্রাহ্মণ-দীক্ষিত হলেও আপনা থেকেই এই কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন না। প্রতিটি আবেদন আলাদা ভাবে যাচাই করা হয়।

আমি পুরো কোর্সটি করতে চাই না, আমি কি বিশেষ কিছু কোর্সের জন্য ভর্তি হতে পারি?

সম্পূর্ণ 38 দিনের মূর্তি পূজা কোর্সের জন্য যারা নথিভুক্ত করবেন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আলাদাভাবে, যদি কোনো কোর্সে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন পূরণ না হয়, এবং যদি সেই কোর্সে পর্যাপ্ত আসন পাওয়া যায়, তাহলে ভর্তি প্রক্রিয়া আগে সম্পন্ন করার ভিত্তিতে আসনগুলি পূরণ করা হবে।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ছাত্রদেরকে যথাসময়ে আবেদন করা উচিৎ।

এই কোর্সে কিভাবে আবেদন করতে পারি?

আবেদন পত্র নীচের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন –

https://mayapuracademy.org/

প্রত্যেক ভক্তকে একটি বিশদ আবেদন পত্র জমা করতে হবে। সাথে মন্দির অধ্যক্ষ বা সেই গোষ্ঠী প্রধানের সুপারিশ পত্রও জমা দিতে হবে। প্রত্যেক আবেদন পত্র আলাদা ভাবে যাচাই করা হবে। কোর্সের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থান থাকায় এবং পঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ-দীক্ষিত ভক্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে প্রত্যেক ভক্তকে তাদের আবেদন পত্রের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত করানো হবে। যদি কোন বিষয়ে আরো তথ্য বা পরিষ্কার ধারণা প্রয়োজন হয়, তখন আবেদনকারী ভক্ত বা সুপারিশ-প্রদানকারী ভক্তকে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হতে পারে। আবেদন গ্রহণ করা হলে ভক্তদেরকে কোর্স ফি বাবদ প্রণামী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা দিয়ে নিজ নিজ স্থান নিশ্চিত করতে হবে।

এই কোর্সের সময়ে কি থাকার ব্যবস্থা এবং প্রসাদের ব্যবস্থা করা হবে?

না, আমরা সেই ব্যবস্থা করে থাকি না। প্রত্যেক ছাত্রদেরকে নিজ দায়িত্বে এগুলোর ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

এই কোর্সের প্রশিক্ষক কে?

আমাদের প্রশিক্ষক এবং প্রাশসানিক দলের ব্যাপারে নিম্নে দেখুনঃ

https://mayapuracademy.org/about-us/

কোর্সের মধ্যবর্তী সময়ে যদি আমাকে ছেড়ে যেতে হয়, তাহলে কোর্স ফি ফেরত পাবার কি নিয়ম-নীতি রয়েছে?

কোন ফি ফেরতযোগ্য নয়। অন্য কোন ছাত্রের নামে ফি পরিবর্তন করা যেতে পারে অথবা ভবিষ্যতে আপনার কোন কোর্সের জন্য জমা করা থাকতে পারে।